দৈনিক
ভোরের কাগজ

4 JAN 2017
১৪ 2

শিক্ষক নিয়োগে বাণিজ্য

স্টাফ রিপোর্টার, দিনাজপুর ॥ খানসামা উপজেলার সরহদ্দ দ্বিমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারিক শিক্ষক পদে নিয়োগের জন্য ৯ লাখ টাকা বাণিজ্যের অভিযোগ পাওয়া গেছে। ৯ লাখ টাকা দিয়েও নিয়োগ না পাওয়ায় স্থানীয় সংসদ সদস্য পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলীর কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে ভুক্তভোগীরা।

চাকরীপ্রার্থী বঙ্কিম চন্দ্র রায় জানান, সরহদ্দ দ্বিমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের সভাপতি দুলালী রানী সিংহের স্বামী একই বিদ্যালয়ের সহকারী শরীরচর্চা শিক্ষক নির্মল কুমার সিংহ গ্রন্থাগারিক পদে চাকরি প্রদানের আশ্বাস দেন। চাকরির আশায় বাবার দেয়া আবাদি জমি বিক্রি করে নির্মল কুমার সিংহকে প্রাপ্তি স্বীকারমূলক কাগজে লিখিত নিয়ে ৯ লাখ টাকা প্রদান করেন। টাকা হাতে পাওয়ার পর পাঁচবার পত্রিকায় গ্রন্থাগারিক পদে শিক্ষক নেয়ার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়।

কিন্তু নিয়োগ প্রক্রিয়ার কাজ না করে টালবাহানা শুরু করা হয়। একই পদে আরও দুই প্রার্থীর কাছ থেকে নির্মল কুমার সিংহ ২০ লাখ টাকা হাতিয়ে নেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। শরীরচর্চা শিক্ষক নির্মল কুমার সিংহ জানান, গ্রন্থাগারিক শিক্ষক পদে বঙ্কিম চন্দ্র রায়কে নিয়োগের কথা রয়েছে।

বিদ্যালয় উন্নয়ন বাবদ তার পরিবারের কাছ থেকে বিভিন্ন সময়ে প্রাপ্তি স্বীকারমূলক কাগজে

দিনাজপুর

স্বাক্ষর দিয়ে টাকা নেয়া হয়েছে। চাকরি দিতে না পারলে টাকা ফেরত দেয়া হবে বলে তিনি জানান। সরহদ্দ দ্বিমুখী উচ্চ বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সদস্য মামুনুর রশিদ জানান, স্ত্রী দুলালী রানী সিংহ সভাপতি হওয়ায় নির্মল কুমার সিংহ বিদ্যালয়ে ঠিকমতো আসেন না।

দু-একদিন বিদ্যালয়ে উপস্থিত হলেও হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর করার পর চলে যান। এ ব্যাপারে কয়েকবার ম্যানেজিং কমিটি সিদ্ধান্ত নিলেও কোন কাজ হয়নি। প্রধান শিক্ষকও তার বিষয়ে নীরব ভূমিকা পালন করে থাকেন। প্রধান শিক্ষক মৃত্যুঞ্জয় কুমার রায় জানান, শরীরচর্চা শিক্ষক নির্মল কুমার সিংহ গ্রন্থাগারিক শিক্ষক নিয়োগের নাম করে বিভিন্নজনের কাছ থেকে টাকা নেয়ার অভিযোগ করেছেন কয়েক প্রার্থী। নিয়োগের বিষয়ে পত্রিকায় কয়েকবার বিজ্ঞাপন প্রকাশের কথাও স্বীকার করেন তিনি। তিনি জানান, নির্মল কুমার সিংহ ইচ্ছামতো বিদ্যালয়ে আসেন এবং ছাত্রছাত্রীদের পাঠদানও ঠিকমতো করেন না।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সাজেবুর রহমান জানান, সরহদ্দ দ্বিমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের শরীরচর্চা শিক্ষক নির্মল কুমার সিংহের বিরুদ্ধে গ্রন্থাগারিক শিক্ষক নিয়োগের নামে বাণিজ্যের অভিযোগ পাওয়া গেছে। বিষয়টি তদন্ত করে উপজেলা কৃষি কর্মকর্তাকে প্রতিবেদন দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তদন্ত প্রতিবেদন হাতে পেলেই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে জানান তিনি।